84

দৈনিক বাংলা

তারিখ 10 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

নিরক্ষরতা দূর করার অঙ্গীকার

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তোলার জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতকে একটা শিক্ষিত জাতির পরিচয়ে আমরা বিশ্বসভায় আসন করে নিতে চাই। তিনি বলেন, এই হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

আমাদের অনগ্রসরতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণকে প্রধানমন্ত্রী সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এ যুগের পৃথিবীর একটা অংশকে উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। উন্নয়নের কলাকৌশল, প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা অর্জনের জন্যও শিক্ষা অপরিহার্য। শিক্ষা মানেই উন্নয়ন। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। মানুষের মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে। প্রতিটি ব্যক্তি মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে উন্নততর মানবে রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তির যোগফলেই সমষ্টি। শিক্ষা একটা উন্নত জাতি গড়ে তোলার অপরিহার্য শর্ত। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রতিটি খাতের বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষিত মানুষের যুক্তি-নির্ভর চিন্তা ও পরিকল্পনার ওপর। প্রধানমন্ত্রী যথার্থই বলেছেন, একটা স্বাধীন জাতিকে নিরক্ষরতা শোভা পায় না। উপমহাদেশের এই অংশ বহুকাল বিদেশী শাসনের কবলে ছিল। তখন এখানে শিক্ষার হার ছিল নগণ্য। এমন কি বাংলাদেশের জন্মলগ্নেও এখানে শিক্ষার হার ছিল ২১ শতাংশের মত। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো শিক্ষার হার আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়নি। সবার জন্য শিক্ষার চ্যালেঞ্জ অবশ্যই আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

সঙ্গত কারণেই বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গরীব ও বিত্তহীন পরিবারের শিশুদের জন্য যে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তা শিক্ষা প্রসারের সাফল্যের জন্য একটা বাস্তবানুগ পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রায় ক্ষেত্রেই অন্ন সংস্থানের জন্য কাজ করতে হয়। স্কুলে যাবার পথে এটাই ছিল এতদিন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্যের ব্যবস্থা এ বাধা দূর করবে। দরিদ্র পরিবারে শিক্ষার প্রতি বাড়তি আকর্ষণও সৃষ্টি করবে। তবে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ খাদ্য নিয়ে যাতে কোন দুর্নীতির সূত্রপাত না ঘটে সে বিষয়ে নজর রাখতে হবে। ভাল পরিকল্পনাও অনেক সময় কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী ও লোভী মানুষের চক্রান্তে নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যাতে তেমন না হয় সে জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, গত দুই বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার হার চার শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। এটা খুবই আশার কথা। এ কথা ঠিক যে শিক্ষা ক্ষেত্রে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলির সঙ্গে তুলনায়ও আমরা কিছু পিছিয়ে আছি। দেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ এখনও শিক্ষা বঞ্চিত। এই বিপুল শিক্ষা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তোলার কাজ খুব সহজ হবে না, এ কথা ঠিক। এ কাজ ব্যয়বহুলও নিঃসন্দেহে। বর্তমান সরকার দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করছেন। কিছু নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ হচ্ছে। পুরানো বিদ্যালয়গুলিরও সংস্কার হচ্ছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাসাধ্য বৃদ্ধি করতে হবে এ কথা ঠিক। শিক্ষা কর্মসূচীকে সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে নিতে চাইলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। আমাদের জন্য নিরক্ষরতা সত্য অভিশাপ ; কারণ নিরক্ষরতা জাতিকে তার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার শ্রেষ্ঠতম অবদান থেকে বঞ্চিত রাখছে। শিক্ষাবঞ্চিত এইসব মানুষেরা জাতিকে যা হয়ত দিতে পারত তা তারা দিচ্ছে না বা দিতে পারছে না। বারো কোটি শিক্ষিত মানুষের দেশ কখনো অনগ্রসর থাকতে পারে না। জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে জনসম্পদ। কারণ, মানুষই প্রায় সব সম্পদ সৃষ্টি করে বা তাকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে। তাই মানুষকে শিক্ষিত করে মানব সম্পদে সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের অটল থাকতে হবে।